দুদক (সংশোধন) আইন, ২০১৬

দুর্নীতির অপরাধের আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্যতা

—মঈদুল ইসলাম*

দুর্নীতির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে ২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে (অতঃপর 'দুদক আইন' হিসেবে উল্লিখিত)। এর ২ (ঙ) ধারায় দুর্নীতি বলতে এ আইনের তপসিলভুক্ত সব অপরাধকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই, এ আলোচনার বিষয়বস্তু দুদক আইনের তপসিলভুক্ত সব অপরাধ। ফৌজদারী কার্যবিধির 4(1)(f) ধারার বিধান অনুযায়ী 'আমলযোগ্য' (cognizable) শব্দের প্রায়োগিক সরলার্থ হল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তারযোগ্য [ফৌজদারী কার্যবিধির 4(1)(f) ধারার বিধান অনুযায়ী]। 'অ-আমলযোগ্য' (non cognizable) শব্দের প্রায়োগিক সরলার্থ হল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার অযোগ্য [ফৌজদারী কার্যবিধির 4(1)(n) ধারার বিধান অনুযায়ী]। আর, 'জামিনযোগ্য' (bailable) শব্দের প্রায়োগিক সরলার্থ হল জামিন দিয়ে মুক্তি পাওয়াই আসামীর অধিকার [ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৬ ধারার বিধান অনুযায়ী]। 'অ-জামিনযোগ্য' (non-bailable) শব্দের প্রায়োগিক সরলার্থ হল জামিন দিয়ে মুক্তি পাওয়া নির্ভর করে অপরাধের গুরুত্ব, আসামীর সংশ্লিষ্টতা ও অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় আদালতের সন্তুষ্টির ওপর। [ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৭ ধারার বিধান অনুযায়ী]।

অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা সম্পর্কে দুদক আইনে ২০০৪ সালে সুস্পষ্ট কোন বিধান ছিল না। ২০০৭ সালে ৭ নং অধ্যাদেশবলে এ সম্পর্কে বিধান দিয়ে ২৮ক ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। এরপরে ২০১৩ সালে ৬০ নং আইন দ্বারা ২৮ক ধারা আবারোও সন্নিবেশিত করা

*লেখক জেলা ও দায়রা জজ, বর্তমানে প্রেষণে দুদকে মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত। বিষয়টি লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত মতামত।

২৮ক ধারার ঐ বিধান ২০১৬ সালের দুদক (সংশোধন) আইন দ্বারা মুছে ফেলা করা হয়েছে। এই মুছে ফেলার আগে "এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable) এবং অ-জামিনযোগ্য (non-bailable) হইবে" মর্মে দুদক আইনের ২৮ক ধারায় সুস্পষ্ট বিধান ছিল। (অধোরেখা এই লেখক প্রদত্ত) তার স্থলে "এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের আমলযোগ্যতা (cognizable) ও জামিনযোগ্যতার (whether bailable or not) ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act. No. V of 1898) এর Schedule II এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।" মর্মে নূতন বিধান ২০০৬ সালের সংশোধন আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। (অধোরেখা এই লেখক প্রদত্ত) এখানে একটি বিষয়ে প্রথমেই পরিষ্কার হবার জন্য দুদক আইনের ২০(১) ধারা ও ২৮(১)(২) ধারার বিধানগুলো দেখে নেয়া প্রাসঙ্গিক। ২০(১) ধারায় বিধান হল-"ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন ও উহার তপসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ কেবলমাত্র কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধানযোগ্য বা তদন্তযোগ্য হইবে।" (অধোরেখা এই লেখক প্রদত্ত) ২৮(১)(২) ধারার বিধান হল-"(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন ও উহার তপসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ কেবলমাত্র স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য হইবে। (২) এই আইনের অধীন ও উহার তপসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহের বিচার ও আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে The Criminal Law Amendment Act, 1958 (XL of 1958) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।" (অধোরেখা এই লেখক প্রদত্ত) ধারা ২০(১), ২৮(১)(২) ও ২৮ক এর বিধানাবলীতে লক্ষণীয় যে, ২০(১) ও ২৮(১)(২) ধারায় "এই আইনের অধীন ও উহার তপসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ" উল্লেখ করা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। কিন্তু, ২৮ক ধারায় কেবলই "এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দুদক আইনের 'তপসিল বর্ণিত' অপরাধসমূহের কথা মোটেও বলা হয় নি। আরোও লক্ষণীয় যে, তপসিলে দুদক আইনের অধীন অপরাধসমূহ ছাড়াও দণ্ডবিধির কিছু ধারার অধীন অপরাধসমূহ, Prevention of Corruption Act, 1947 এর অধীন অপরাধসমূহ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর অধীন কিছু অপরাধ রয়েছে। সুতরাং, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দুদক আইনের অধীন অপরাধসমূহ দুদক আইনের তপসিলভুক্ত অপরাধ বটে কিন্তু, দুদক আইনের তপসিল বর্ণিত সব অপরাধই দুদক আইনের অধীন অপরাধ নয়। তাই, "দুদক আইনের অধীন অপরাধসমূহ" অর্থ দুদক আইনের তপসিলভুক্ত সব অপরাধ নয়। ২৮ক ধারায় দুদক আইনের তপসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ উল্লেখ না করে কেবলমাত্র দুদক আইনের অধীন অপরাধসমূহের উল্লেখ থাকায় ২৮ক ধারার বিধান কেবলমাত্র দুদক আইনের অধীন অপরাধসমূহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য-দুদক আইনের তপসিলে বর্ণিত অন্যান্য আইনের অধীন অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে ২৮ক ধারা প্রয়োগের কোন সুযোগ আগেও ছিল না এখনও নেই।

দুদক আইনের অধীন অপরাধ আছে ১৯(৩), ২৬(২), ২৭(১) ও ২৮গ(২) ধারার। ২৮ক ধারায় বিধানমতে এইসব অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা নির্ধারিত হবে ফৌজদারী কার্যবিধির ২য় তপসিলের বিধান অনুযায়ী। এক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ২য় তপসিলের 'Offences against other laws' এর ক্ষেত্রে বিধানাবলীই প্রযোজ্য। আর, এ বিধান অনুযায়ী ২ বছর বা তার বেশি কারাদণ্ডের সাজার সব অপরাধ আমলযোগ্য (cognizable) এবং অ-জামিনযোগ্য (non-bailable)। দুদক আইনের ১৯(৩), ২৬(২), ২৭(১) ও ২৮গ(২) ধারায় যথাক্রমে ৩ বছর, ১০ বছর ও ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের সাজার বিধান রয়েছে।